

হাদীস শরীফ

রমযানের শেষ দশকের বিশেষ গুরুত্ব

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রমযানের শেষ দশ দিন শুরু হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম সারা রাত জাগতেন, নিজের পরিবারবর্গকেও জাগাতেন এবং (আল্লাহর ইবাদতে) খুব বেশী সাধনা ও পরিশ্রম করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযানে (আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে) এমন প্রচেষ্টা ও সাধনা করতেন যা অন্য কোন মাসে করতেন না। আর শেষ দশ দিনে এমন প্রচেষ্টা ও সাধনা করতেন যা অন্য সময় করতেন না (মুসলিম)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন : আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি যদি জানতে পারি কোন রাতটি কদরের রাত তাহলে আমি তাতে কি বলবো?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন : তুমি বলবে “আল্লাহু ইন্নাকা আফুউন তুহিবুল আফওয়া ফাআ’ফু আল্লি” (অর্থাৎ -হে আল্লাহ! তুমি অবশ্য ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পছন্দ করো, কাজেই আমাকে ক্ষমা করো)। (তিরমিযী)

* হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের নিকট রমযান এসেছে। রমযান মূবারক মাস। এর রোযা আল্লাহ তোমাদের প্রতি ফরয

রমযানের শেষ দশ দিন
শুরু হলে রাসূলুল্লাহ
সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া
সাল্লাম সারা রাত জাগতেন,
নিজের পরিবারবর্গকেও
জাগাতেন এবং (আল্লাহর
ইবাদতে) খুব বেশী সাধনা
ও পরিশ্রম করতেন।

করেছেন। এ মাসে আকাশের দ্বার সমূহ উন্মুক্ত করা হয়েছে, দোষখের দ্বার সমূহ বন্ধ করা হয়েছে এবং দুষ্কৃতকারী শয়তানকে শিকলে আবদ্ধ করা হয়েছে। এ মাসের একটি রাত্রি যা হাজার মাস থেকে উত্তম। এর কল্যাণ থেকে যে বঞ্চিত, সে সকল প্রকার কল্যাণ থেকে বঞ্চিত” (বুখারী, আহমদ)।

* হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি কদরের রাতে ঈমান সহকারে সওয়াবের আশায়

ইবাদত করে, তার পূর্বের গোনাহ ক্ষমা করা হয়” (বুখারী)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশ দিন মসজিদে ইতেকাফে বসতেন, এবং বলতেন, রমযান মাসের শেষ দশ রাত্রির ভিতর লাইলাতুল কদরের অনুসন্ধান করো” (বুখারী, মুসলিম)।

* হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেছেন, হযরত রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম বলেছেন : “রমযানের শেষ দশ রাতের বেজোড় রাতগুলোতে শবে কদরের সন্ধান করো” (বুখারী)।

অনুবাদ ও সংকলন:

আলহাজ্জ মওলানা সালাহ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ